ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

DL- No.-03 /Date:29/02/2025 ● Prgi Application Process No. : T/WB/2024/0617/6991/1130 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/

● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ১৪০ ● কলকাতা ● ১০ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২ ● রবিবার ● ২৫ মে ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

রাজ্যে আসছেন প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

বেবি চক্রবর্তী: কলকাতা

একদিকে 'অপারেশন সিঁদুর' ও অন্যদিকে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন। স্বাভাবিক কারণেই রাজনৈতিক নেতা মন্ত্রীরা এই দুটি বিষয়কে হাতিয়ার করে ভোট যুদ্ধে নেমে পরেছেন। সেই সূত্র ধরেই এই মাসেই রাজ্যে আসছেন বিজেপিতে দুই হেভি ওয়েট নেতা - নরেন্দ্র মোদী ও অমিত শাহ। আগামী ২৯মে দুপুর ১২টায় আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউন্ডে কর্মসূচি রয়েছে প্রধানমন্ত্রী মোদীর। রয়েছে একটি সরকারি কর্মসূচি ও একটি জনসভাও। অপারেশন সিঁদুরের পরে এই প্রথম বঙ্গ সফর প্রধানমন্ত্রীর। তাৎপর্যপূর্ণভাবে নরেন্দ্র মোদীর কর্মসূচি রয়েছে হাসিমারা বায়ুসেনা ছাউনির কাছে, আরও স্পষ্টভাবে বলতে গেলে ডোকলামের ঠিক নীচেই। বর্তমানে চর্চার কেন্দ্রে রয়েছে চিকেনস নেক ও উত্তর পূর্বাঞ্চলের সেভেন সিটার্স। এদিকে, নয়া মোড় নিতে শুরু করেছে পড়শি বাংলাদেশের রাজনীতি। এই আবহে প্রধানমন্ত্রীর সভাস্থল হিসেবে আলিপুরদুয়ারকে বেছে নেওয়া

এরপর ৩ পাতায়

পঞ্চায়েতে ইচ্ছামতো কর নয়, কড়া বার্তা নবান্নর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

নিজেদের ইচ্ছামতো কর চাপানোর ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদগুলিকে কড়া বার্তা দিল নবান্ন। সম্প্রতি একাধিক ঘটনা প্রশাসনের নজরে এসেছে, যেখানে দেখা গিয়েছে পঞ্চায়েতের বিভিন্ন স্তরে নতুন করে কর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে সাধারণ মানুষের উপর। সূত্রের খবর, বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের শীর্ষস্তরের কাছে উষ্মা প্রকাশও করেন মুখ্যমন্ত্রী।নবান্ন

এরপর ৩ পৃষ্ঠায়

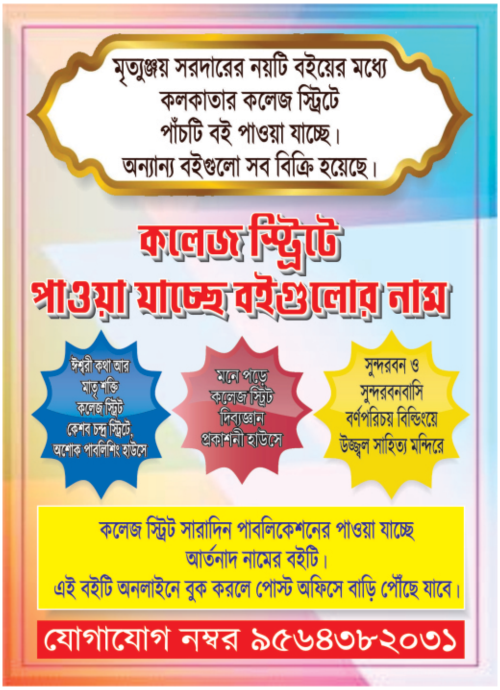

বেআইনি পার্কিংয়ের বিরুদ্ধে অভিযান ট্রাফিক পুলিশের, অসামাজিক কাজের নজর বাড়াতে বসল সিসি ক্যামেরা গৌরাঙ্গ সেতুতে

অভিজিৎ সাহা,নদিয়া

যানজটমুক্ত শহর করার উদ্দেশ্য নিয়ে তীর্থনগরি চৈতন্যভূমি নবদ্বীপ শহরের রাস্তাজুড়ে বেআইনি পার্কিংয়ের বিরুদ্ধে শহরের ব্যস্ততম পোড়ামাতলা রোড সহ একাধিক জায়গায় অভিযান শুরু করলো কৃষ্ণনগর জেলা পুলিশের অধীন নবদ্বীপ ট্রাফিক উইংস এর অফিসার ইনচার্জ পলাশ বিশ্বাসের নেতৃত্বে অন্যান্য পুলিশ কর্মীরা। নবদ্বীপ শহরের অত্যন্ত ব্যস্ততম পোড়ামাতলা রোড সহ, হরিসভা পাড়া, ধপওয়ালি মোর ,বউবাজার একাধিক জায়গায় অভিযান চালিয়ে রাস্তাজুড়ে দাঁড়িয়ে থাকা প্রায় ৫০ টি বাইক ও স্কুটিকে অন লাইন জরিমানা করা হয় ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে।

নবদ্বীপ শহরের ব্যস্ততম পোড়ামাতলা রোড সহ বেশ কিছু এলাকায় রাস্তার পাশে মোটর বাইক স্কুটি সহ অন্যান্য যানবাহন পার্কিং করায় তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়, বিপাকে পড়েন সাধারণ মানুষ। একদিকে প্রাচীন ছোট্ট জনপদে অসংখ্য টোটো অপরদিকে শহরের বেশ কিছু ব্যস্ততম এলাকায় রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে থাকে মোটর বাইক সহ বিভিন্ন যানবাহন,যার ফলে স্কুলের সময় সমস্যায় পড়ে ছাত্র-ছাত্রী থেকে অসংখ্য পথ চলতি সাধারণ মানুষ। এর থেকে কবে নিষ্কৃতি মিলবে সেই দিন গুণ ছিলেন শহরের আপামর বাসিন্দা।ট্রাফিক পুলিশের অভিযানকে ধন্যবাদ জানান চৈতন্যের ভূমি নবদ্বীপ শহরের নাগরিকরা ।বেশ কিছু মানুষ প্রশ্ন করেন একটি দোকানে মাল কিনতে গেলে পরে স্কুটি,বাইক দাঁড়িয়ে থাকলে তাহলে কি ফাইন দিতে হবে। ট্রাফিক পুলিশের ইনচার্জ বলেন দোকানের সামনে সেই সময় যদি গাড়ি র মালিককে না পাওয়া যায় তাহলে তাকে ফাইন দিতে হবে অবৈধভাবে কোথাও যত্রতত্র গাড়ি দাঁড় করানো যাবে না।

বিষ্ণুপ্রিয়া হল্ট স্টেশন নবদ্বীপ শহরে প্রবেশ করার মালঞ্চ পাড়ার রাস্তার দুই ধারে যেভাবে টোটো দাঁড়িয়ে থাকে তাতে পথ চলতি মানুষের খুবই অসুবিধায় পড়তে হয়। পৌরসভার ব্যবস্থাপনায় একটি টোটো স্ট্যান্ড করা হয়েছে এক নম্বর ওয়ার্ডের পার্টি অফিসের পেছনে। ঘটা করে উদ্বোধন হলো সেখানে কিন্তু টোটো দাঁড় করানো সম্ভব হয় না। সমস্ত টোটো রাস্তার দু'ধারে দাঁড়িয়ে থাকার ফলে অ্যাম্বুলেন্স, স্কুলের ছাত্রছাত্রী, সাধারণ মানুষকে যাতায়াত করতে সমস্যার মুখে পড়তে হয়।

মানুষের প্রশ্ন এখানকার যানজট কি করে মুক্ত করা হবে! রেলগেটে থাকে না রেল পুলিশ অথবা ট্রাফিক। রেলগেট পড়লে খুবই যানজট পড়তে হয়।

সন্ধ্যে হলে পরেই মালঞ্চপাড়া মোড়ের থেকে পাড়ামা মন্দির পর্যন্ত অসংখ্য মোটরসাইকেল দাঁড়িয়ে থাকে। একটি টোটো বা সাইকেল নিয়ে গেলে যাতায়াত করার মতন রাস্তা থাকেনা মানুষ যাওয়ার। এই রোডের দু'পাশেই খাবার স্টল এবং মোবাইলের দোকান থাকার ফলে এই রূপ যানজট হচ্ছে বলে সাধারন মানুষ বলছেন। প্রশ্ন ব্যবসা অবশ্যই করতে হবে কিন্তু যানজট না হয় সেটাও লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রয়োজনে গাড়ি পার্কিং এর ব্যবস্থা করতে হবে। এই বিষয় নিয়ে পুলিশ প্রশাসন, পৌরসভা, ব্যবসায় সমিতি উভয় পক্ষ আলোচনা করে সমাধানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

নবদ্বীপ শহর, ব্লকের বিভিন্ন পঞ্চায়েত গুলোতে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য বসানো হচ্ছে সিসিটিভি। সম্প্রতি চর ব্রহ্মনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের ব্যবস্থাপনায় বসেছে সিসিটিভি ক্যামেরা। নবদ্বীপ শহরের বিভিন্ন রাস্তাতেও রয়েছে সিসিটিভি ক্যামেরার নজরদারি। সম্প্রতি বিভিন্ন অসামাজিক কাজের নজর পড়েছে গৌরাঙ্গ সেতু রাস্তাতে। এই সমস্ত অসামাজিক ক্রিয়া-কলাপের হাত থেকে এবং মানুষকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য নদীয়ার কৃষ্ণনগর জেলা পুলিশের নির্দেশে নবদ্বীপ থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক জলেশ্বর তিওয়ারির উদ্যোগে নবদ্বীপ কৃষ্ণনগর রাজ্য সড়কে গৌরাঙ্গ সেতু এবং সেতু সংলগ্ন এলাকায় বসানো হলো সিসিটিভি ক্যামেরা। বেআইনিভাবে অতিরিক্ত ভারী যানবাহন চলাচল, অসামাজিক কাজকর্ম রুখতে ও এলাকায় দুর্ঘটনা কমাতে গৌরাঙ্গ সেতুতে লাগানো হলো আধুনিক প্রযুক্তির সিসিটিভি ক্যামেরার। এই ক্যামেরা লাগানোর ফলে সেতুর উপর দিয়ে যেমন অবৈধভাবে অতিরিক্ত ভারী যান চলাচল আটকানো যাবে বলে অনুমান করছেন স্থানীয় বাসিন্দা সহ প্রশাসনিক ব্যক্তিরা।

দীর্ঘদিন ধরে গৌরাঙ্গ সেতুর অবস্থা ভগ্নপ্রায় দশা হয়েছে। বেশ কয়েক মাস আগে সেতুর একাংশ কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যদিও সাময়িকভাবে সেগুলি মেরামত করা হলেও এখনও সেতুর সার্বিক অবস্থা পুরোপুরি ঠিক হয়নি। উপরন্ত এই সেতুর উপর দিয়ে বিশেষ করে রাতের বেলা অতিরিক্ত ভারী যানবাহন চলাচল করে সেতুর অবস্থা আরো সঙ্কট জনক হয়ে উঠছে। সেতুর উপর রয়েছে বড় বড় গর্ত তাতে ছোট যানবাহন প্রতি মুহূর্তে দুর্ঘটনায় পড়ছে। সেতুর উপরের গর্ত গুলো সংস্কার করা প্রয়োজন বলে মনে করছে সাধারণ মানুষ। এ ছাড়া নবদ্বীপ থেকে গৌরাঙ্গ সেতুতে ওঠার মুখে, সেতুর শুরুর দিকে গড়ে উঠেছে দুপাশে বেশ কিছু ফাস্টফুড সহ চায়ের দোকানপাট, সন্ধ্যে হলে সেখানে তরুণ প্রজন্মদের জমে আড্ডা। সেই সমস্ত জায়গাতেও একাধিক সময় অভিযোগ ওঠে বেশ কিছু অসামাজিক কাজকর্মের। পথ চলতি মানুষরা পায়ে হেঁটেও যেতে পারেন না।সাইকেল, মোটরসাইকেল, টোটো দুপাশে

এরপর ৪ পাতায়

(১ম পাতার পর)

পঞ্চায়েতে ইচ্ছামতো কর নয়, কড়া বার্তা নবান্নর

সূত্রে খবর, পঞ্চায়েতে কর ধার্য করা বা তার প্রয়োগ সম্পর্কে কয়েক বছর আগেই সুস্পষ্ট নির্দেশিকা জারি করেছিল রাজ্য। সেই গাইডলাইন অনুযায়ীই কর নেওয়া হয়। কিন্তু একাধিক জেলা থেকে পঞ্চায়েতের কর নিয়ে নবান্নে অভিযোগ আসে। জেলাশাসকদের মুখ্যসচিব স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, সরকারের ঠিক করে দেওয়া গাইডলাইন পুরোপুরি মানা হচ্ছে কি না তা নজরে রাখতে হবে। বিডিওরাও এই বিষয়ে আলাদা করে নজর রাখবেন। কোনওভাবেই তার অন্যথা করতে পারবে না কোনও গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদ। ফের এ ধরনের কোনও অভিযোগ এলে কড়া ব্যবস্থার পথেই হাঁটবে নবান্ন।এরপরই নড়েচড়ে বসেন নবান্নের প্রশাসনিক কর্তারা।

রাজ্যের সমস্ত জেলাশাসকদের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ জানিয়ে দেন, ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতকে কোনও কর বা ফি ধার্য করতে হলে রাজ্যের অর্থদপ্তর বা পঞ্চায়েত দপ্তর থেকে অনুমতি নিতে হবে। জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি এবং গ্রাম পঞ্চায়েত- তিনটি স্তরেই হাতে লেখা রসিদ বন্ধ করে 'ইউনিফায়েড অ্যাকাউন্টিং সফটওয়্যার'-এর সাহায্যে 'সহজ সরল' নামে একটি পোর্টাল চালু করা হয়েছে। পঞ্চায়েতদপ্তর সূত্রে খবর, তিনটি স্তরে প্রচুর পরিমাণে টাকার লেনদেন হয় এখানে। জমি, বাড়ি, স্থাবর সম্পত্তি, নদীর ঘাট, মাঠ এবং দরপত্র সংক্রান্ত বহু অর্থ জমা পড়ে জেলাস্তরে। উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কাজের সঙ্গে সমাজ কল্যাণমূলক কাজেও অর্থ ব্যয় করতে হয় পঞ্চায়েতগুলিকে। পোর্টালের মাধ্যমে এই সমস্ত কাজ হবে।

(১ম পাতার পর)

রাজ্যে আসছেন প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে রাজ্যের বিজেপি নেতা কর্মীদের তৎপরতা গেছে বহুগুণ বেড়ে। শুরু হয়েছে রাজনৈতিক কর্চা। এখানেই শেষ নয়, তার পরেই রাজ্যে আসছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। আগামী ৩১মে, শনিবার রাতে রাজ্যে আসার কথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের। তাঁর সফরে দুটি সরকারি কর্মসূচিও থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। ১ জুন, রবিবার আরামবাগে একটি সমবায় সংক্রান্ত কর্মসূচি রয়েছে, অন্যটি সীমান্ত কেন্দ্রিক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কর্মসূচি। তারপর ওইদিনই নিউটাউনের একটি হোটেলে বঙ্গ বিজেপির বিভিন্ন স্তরের নেতাদের নিয়ে বৈঠকের সম্ভাবনা রয়েছে অমিত শাহের।

বলিউড অভিনেতা মুকুল দেব প্রয়াত, ৫৪ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ

বেবি চক্রবর্তী : দিল্লী

অভিনেতা মুকুল দেব শুক্রবার রাতে, দিল্লিতে ৫৪ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তিনি কয়েকদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন এবং আইসিইউতে ভর্তি ছিলেন, যেখানে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে। তার মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছেন অভিনেতা বিন্দু দারা সিং, যিনি মুকুলের সঙ্গে 'সন অফ সারদার' ছবিতে অভিনয় করেছিলেন।

মুকুল দেবের জন্ম ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭০ সালে দিল্লিতে একটি পাঞ্জাবি পরিবারে। তার পিতা হরি দেব ছিলেন দিল্লি পুলিশের সহকারী কমিশনার এবং আফগান সংস্কৃতির

সঙ্গে তার পরিচয় ঘটিয়েছিলেন। মুকুলের অভিনয় জীবন শুরু হয় ১৯৯৬ সালে 'দস্তক' ছবির মাধ্যমে, যেখানে তিনি এসিপি রোহিত মালহোত্রার চরিত্রে অভিনয় করেন। তিনি 'কিলা', 'ওয়াজুদ', 'কোহরাম', 'ইয়ামলা পাগলা দিওয়ানা', 'সন অফ সারদার', 'আর... রাজকুমার', 'জয় হো' সহ বহু ছবিতে অভিনয় করেছেন। তিনি টেলিভিশন ধারাবাহিক এবং রিয়েলিটি শোতেও অংশগ্রহণ করেছেন, যেমন 'ফিয়ার ফ্যাক্টর ইন্ডিয়া'র প্রথম সিজনে সঞ্চালক ছিলেন ।

তার মৃত্যুর খবরে বলিউডে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। অভিনেত্রী দীপশিখা নাগপাল, মুকুলের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, ইনস্টাগ্রামে একটি পুরনো ছবি শেয়ার করে শোক প্রকাশ করেছেন। মুকুল দেবের মৃত্যুতে ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতে এক অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে।তার স্মরণীয় অভিনয় ও অবদানের জন্য তিনি চিরকাল স্মরণীয় থাকবেন।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে তামাক ও মাদক মুক্ত করতে দেশব্যাপী প্রচারাভিযান শুরু করেছে শিক্ষা মন্ত্রক

নতুন দিল্লি, ২৩ মে, ২০২৫

তামাক ও মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে পড়ুয়া ও যুবকদের রক্ষা করার লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে শিক্ষা মন্ত্রকের স্কুল শিক্ষা ও সাক্ষরতা বিভাগ (ডিওএসইএল) সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আশপাশের এলাকায় তামাক, মদ ও মাদক মুক্ত রাখার জন্য কঠোরভাবে নিয়ম ও নির্দেশিকা প্রয়োগের ক্ষেত্রে দৃঢ় পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।

চলতি মাসের ১৫ তারিখ আয়োজিত নার্কো-কোঅর্ডিনেশন সেন্টারের অষ্টম অ্যাপেক্স কমিটির বৈঠকের পর দেশব্যাপী আইন প্রয়োগের প্রচারাভিযান শুরু করেন ডিওএসইএল-এর সচিব শ্রী সঞ্জয় কুমার। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সচিবদের পৌরোহিত্যে আয়োজিত এই উচ্চস্তরীয় বৈঠকে ক্ষতিকারক মাদক সেবন থেকে তরুণ সম্প্রদায়কে রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরা হয়। একইসঙ্গে শিক্ষা ও আইন প্রয়োগকারী বিভাগগুলির মধ্যে সমন্বিত প্রয়াসের আহ্বান জানানো হয়।

ভারত বিশ্বের মধ্যে অন্যতম তরুণ জনসংখ্যার দেশ। এখানে ২৯ বছরের কম বয়সী নাগরিকদের সংখ্যা বেশি। এই যুব সম্প্রদায় দেশের ভবিষ্যতের জন্য একটি শক্তিশালী ভিত। তাই তাদের রক্ষা করা এবং বিকশিত ভারত গঠনের জন্য তাদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গবেষণায় দেখা গেছে তরুণদের মধ্যে তামাক সেবন দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে, স্কুল-কলেজ প্রাঙ্গনে বিভিন্ন ধরনের মাদক সেবনের প্রবণতা বাড়ছে। ২০১৯ সালে গ্লোবাল ইউথ টোবাকো সার্ভে-তে প্রকাশিত হয়েছে, ১৩ থেকে ১৫ বছর বয়সী ৮.৫ শতাংশ ভারতীয় পড়ুয়া কোনো না কোনোভাবে তামাক সেবন করছে। আরও উদ্বেগের বিষয় হল ভারতে প্রতিদিন ৫৫০০ জনেরও বেশি শিশু তামাক সেবন শুরু করেছে। দেখা গেছে, বেশিরভাগ প্রাপ্ত বয়স্ক বয়ঃসন্ধিকালে তামাক সেবন শুরু করেছিল। আইন থাকা সত্ত্বেও অনেকেই স্কুলের কাছাকাছি দোকান থেকে সহজেই এই তামাকজাত পণ্য কিনে থাকে।

এই ভয়ংকর পরিস্থিতি মোকাবিলায় শিক্ষা মন্ত্রক তামাকমুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিষয়ে নির্দেশিকা বাস্তবায়ন করেছে। তামাক ব্যবহার ও বিক্রি বন্ধ করার জন্য কঠোর নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে স্কুল, কলেজগুলিকে। এর লক্ষ্যই হল পড়ুয়াদের জন্য স্বাস্থ্যকর, তামাকমুক্ত পরিবেশ তৈরি করা। এই নির্দেশিকায় স্কুল, কলেজ প্রাঙ্গনকে তামাকমুক্ত

এরপর ৫ পাতায়

সম্পাদকীয়

বাংলার বাড়ির প্রথম কিস্তির টাকায় কাজ কতটা? কাজ দেখে অসন্তুষ্ট নবান্ন

বাংলার বাড়ির প্রথম কিস্তির টাকা পেয়ে গিয়েছেন বহুদিন। দীর্ঘ ৬ মাস কেটে গিয়েছে। দ্বিতীয় কিস্তির টাকা দেওয়ার কথাও ঘোষণা করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । কিন্তু বাংলার বাড়ি (গ্রামীণ)-এর প্রথম কিস্তির টাকা খরচে গড়িমসির অভিযোগ উঠেছে।জানা গিয়েছে, কাজের ক্ষেত্রে পিছিয়ে রয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা , মুর্শিদাবাদ সহ একাধিক জেলা। দ্বিতীয় কিস্তির টাকা দেওয়া শুরু হতেই এমন তথ্য সামনে এসেছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় জানা গিয়েছে, মাত্র ৫০ শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। একাধিক জেলার এই রিপোর্টে অসন্তুষ্ট নবান্ন। দ্বিতীয় কিস্তির টাকা দেওয়ার আগে পঞ্চায়েত দফতরের পক্ষ থেকে সমীক্ষা শুরু হলে তার রিপোর্টেই উঠে এসেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য।জানা গিয়েছে, প্রথম কিস্তির টাকা পাওয়ার পর ৬ মাস কেটে গেলেও মাত্র ৭২.১০ শতাংশ উপভোক্তা কাজ সম্পন্ন করেছেন। ১২ লক্ষ উপভোক্তার মধ্যে ৮ লক্ষ ৬৫ হাজার ১৬৪ জন উপভোক্তা কাজ করিয়েছেন। পঞ্চায়েত দফতরের সমীক্ষায় এমনই তথ্য উঠে এসেছে। একাধিক জেলায় উপভোক্তাদের কাজে গড়িমসির অভিযোগ উঠেছে।

উল্লেখ্য, বাংলার বাড়ি গ্রামীণের জন্য দ্বিতীয় কিস্তির ৬০ হাজার টাকা দেওয়ার কথা ইতিমধ্যেই আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। আগে বলা হয়েছে, প্রথম কিস্তির টাকা দিয়ে ভিত থেকে লিনটন পর্যন্ত উপভোক্তাদের তৈরি করতে হবে। ভিত থেকে লিনটন পর্যন্ত তৈরি হওয়ার পরেই নিয়ম মেনে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা পাওয়ার কথা উপভোক্তাদের। অনেক জায়গায় বাড়ির তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়নি।

কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা সঠিকভাবে পালন করলে বহু ফল পাওয়া যায় মানব জীবনে

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(সাইত্রিশতম পর্ব)

সময় পদ্মবীজের মালা ব্যবহার করলে ভাল।দক্ষিণাবর্ত শঙ্খকে বলা হয় মা লক্ষ্মীর শঙ্খ। লাল, সাদা বা হলুদ রংয়ের একটি পরিষ্কার কাপড়, একটি রুপোর পাত্র অথবা মাটির পাত্রের উপর রাখতে হয় এই শঙ্খ। এই শঙ্খের মধ্য দিয়েই মা লক্ষ্মীর আশীর্বাদ প্রবাহিত হয় বাসস্থানে।বলা হয় সমস্ত দেবতা বাস করেন তুলসি বৃক্ষে আবার অন্য একটি মত অনুযায়ী দেবী তুলসি হলেন মা লক্ষ্মীরই এক রূপ। তাই বাড়িতে তুলসি বৃক্ষ থাকলে এবং সেখানে প্রতিদিন প্রদীপ জ্বাললে তুষ্ট হন মা লক্ষ্মী।ধারাবাহিকভাবে ১২ দিন ধরে সম্পূর্ণ ভক্তিভরে লক্ষ্মী

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(২ পাতার পর)

বেআইনি পার্কিংয়ের বিরুদ্ধে অভিযান ট্রাফিক পুলিশের, অসামাজিক কাজের নজর বাড়াতে বসল সিসি ক্যামেরা গৌরাঙ্গ সেতুতে

দাঁড়িয়ে থাকে। কোন ব্যক্তি প্রতিবাদ করতে গেলে অকথ্য ভাষা গালাগালি শুনতে হয়। এই সমস্ত কিছু এড়াতে এবং সর্বোপরি পথ চলতি সাধারণ মানুষের সুরক্ষার জন্যেই এই ক্যামেরা বসানো হয়েছে বলে জানা যায় প্রশাসন সূত্রে।

শুক্রবার নবদ্বীপ থানার ভারপ্রাপ্ত আরক্ষা আধিকারিক জলেশ্বর তিওয়ারি সংবাদ মাধ্যমের সামনে জানান, "কৃষ্ণনগর জেলা পুলিশের এসপি সাহেবের নির্দেশে এই সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হয়েছে। আপাতত সেতুর দুই মুখে দুটি এবং মাঝখানে একটি মোট তিনটি ক্যামেরা লাগানো হয়েছে। ভবিষ্যতে সাধারণ মানুষের সুরক্ষার প্রয়োজনে ক্যামেরার সংখ্যা বাড়ানো হবে।"

আমাদের সংবাদমাধ্যমের পক্ষ থেকে এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই নবদ্বীপ থানার পুলিশ প্রশাসনকে। অন্য দিক থেকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলা হচ্ছে বিষ্ণুপ্রিয়া হল্ট স্টেশন থেকে মালঞ্চপাড়া মোড় পর্যন্ত এবং বড়াল ঘাট টোটো স্ট্যান্ড যেভাবে বিশৃঙ্খলার মতো দাঁড়িয়ে থাকে তাতে কোন ব্যক্তির খুব তাড়াতাড়ি ট্রেন বা নৌকো পারাপার হয়ে বাস ধরার থাকলে খুবই অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়। এই দুটি জায়গার প্রতি নজর দিলে সাধারণ মানুষ উপকৃত হবেন।

সতীপীঠের অন্যতম কামাখ্যা

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

ফলে সেটিকে ঋতুস্রাবের মতো দেখতে হয়। তাই বলবো যোনি আকৃতিবিশিষ্ট পাথর এবং ভূগর্ভস্থ প্রস্রবনটি প্রাচীন কামরূপ রাজ্যের বর্মণ রাজবংশের শাসনকালে ৩৫০ থেকে ৬৫০ খ্রিস্টাব্দ এবং সপ্তম শতাব্দীর চীনা পর্যটক হিউয়েন সাং এর রচনাতেও কামাখ্যা উপেক্ষিত হয়েছে।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

আইনজীবীকেই জেলে পাঠালেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি,

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী। বেশ পরিচিত নামও বটে। কিন্তু এবার সেই আইনজীবীকেই জেলে পাঠালেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি। এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই টি-টি পড়ে যায় আদালত চত্বরে। অন্যান্য আইনজীবীরা জানতে চেষ্টা করেন সংশ্লিষ্ট আইনজীবীর অপরাধ কী? এই প্রশ্নের উত্তর যখন জানতে পারলেন তখন পাশে থাকার পরিবর্তে মুখ বন্ধ করে সরে পড়লেন।তাছাড়া আদালতের নির্দেশ না মানার অর্থ আদালত অবমাননা করা। সেটা একজন আইনজীবী হয়ে কেমন করে করলেন? উঠছে প্রশ্ন। এমনকী এই বিষয়ে যাবতীয় তথ্য প্রমাণ বিচারপতির কাছে পৌঁছে যায়। যার প্রেক্ষিতেই জেলে যেতে হল ওই আইনজীবী অরুনাংশু চক্রবর্তীকে। তবে এখানেই শেষ নয়, সোশ্যাল মিডিয়ায় রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য তথা কর্নাটক হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি শুভ্রকমল মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কুকথা পোস্ট করেন। বিচারপতি কৌশিক চন্দ সম্পর্কে কটূ বাক্য পোস্ট করেন ওই আইনজীবী। সেটা তুলেই আদালতে হলফনামা জমা দেন উপাচার্য। তারপরও ক্ষমা চাননি আইনজীবী। তাই চারদিনের প্রতীকী জেল হল।আসলে অভিযোগটা এতটাই গুরুতর যে পাশে থাকলে চাপ বাড়বে বাকিদেরও। ওই আইনজীবী এখন প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দি। রাতেই তাঁকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

এদিকে কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী হয়েও আদালতের নির্দেশকে কার্যকর না করার পরামর্শ তিনি দিয়েছেন মক্কেলকে। বিচারপতিদের নামে কুৎসা করেছেন বলেও অভিযোগ। যা করা যায় না। ওই আইনজীবীর নাম অরুণাংশ চক্রবর্তী। এবার তাঁকে চার দিনের জেল খাটার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। এমনটাও যে হতে পারে তা কেউ কল্পনাও করতে পারেননি। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপকের হয়ে আইনজীবী অরুণাংশ চক্রবর্তী মামলা লড়েন। সেখানে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ না মানতে ওই অধ্যাপককে পরামর্শ দেন বলে অভিযোগ। পরে এক রেজিস্ট্রারের বিরুদ্ধে মামলাতেও একই পদক্ষেপ করেন এই আইনজীবী বলে অভিযোগ। যার জেরেই এই জেল যাত্রা।

এরপর ৬ পাতায়

(৩ পাতার পর)

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে তামাক ও মাদক মুক্ত করতে দেশব্যাপী প্রচারাভিযান শুরু করেছে শিক্ষা মন্ত্রক

রাখার জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ নিতে বলা হয়েছে। স্কুল, কলেজের প্রবেশ পথে এবং দেওয়ালে তামাকমুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাইনবোর্ড লাগাতে বলা হয়েছে। এমনকি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভেতর তামাকমুক্ত এলাকা হিসেবে সাইনবোর্ড দিতে বলা হয়েছে। তামাক সেবনের ক্ষতিকারক দিক সম্পর্কে সচেতনতামূলক প্রচারাভিযান করতে বলা হয়েছে। অন্তত ৬ মাস অন্তর একটি করে তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি পালনের কথা বলা হয়েছে। নজরদারি জোরদার করার পাশাপাশি স্কুলের আচরণবিধিতে তামাকমুক্ত নীতি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তা নিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১০০ গজের মধ্যে কোনো দোকান বা বিক্রেতা যাতে তামাকজাত পণ্য বিক্রি না করতে পারে তা সুনিশ্চিত করতে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চারপাশের ১০০ গজ দূরে হলুদ রেখা চিহ্নিত করে তামাকমুক্ত অঞ্চল নির্ধারণ করতে হবে। এই ব্যবস্থাপনা যাতে বাস্তবায়িত হয় তা নিশ্চিত করার জন্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং প্রশাসনকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছে মন্ত্রক। ২০২৪ সালের নভেম্বরে জারি করা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের একটি পরামর্শেই ইতিমধ্যেই এই নিয়মগুলি কঠোরভাবে বাস্তবায়নের অনুরোধ জানানো হয়েছে।

৩১ মে, বিশ্ব তামাক বর্জন দিবস। ওই দিন থেকে শুরু করে ২৬ জুন, মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস পর্যন্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে ২০০৩-এর সিগারেট ও অন্যান্য তামাকজাত দ্রব্য আইন (সিওটিপিএ)-এর ধারা ৬(বি) কার্যকর করার জন্য একমাস ব্যাপী প্রচারাভিযানের আহ্বান জানানো হয়েছে।

মন্ত্রক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে তামাক ও মাদক মুক্ত করার লক্ষ্যে স্কুল পরিচালন কমিটি, শিক্ষক, শিক্ষিকা ও অভিভাবকদের ভূমিকা এবং সচেতনতা প্রসারের উপর জোর দিয়েছে। একইসঙ্গে মন্ত্রক MyGov প্ল্যাটফর্মে (https://quiz.mygov.in) 'বিশ্ব তামাকবর্জন দিবস সচেতনতা ক্যুইজ ২০২৫' চালু করেছে। ২২ মে থেকে ২১ জুলাই পর্যন্ত এই ক্যুইজ চলবে। লিঙ্কটি হল – https://quiz.mygov.in/quiz/world-no-tobacco-day-awareness-quiz/

পাশাপাশি এই অভিযানে নাগরিক সমাজকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয়েছে। মন্ত্রকের বিশ্বাস ধারাবাহিক প্রয়াস ও জনসাধারণের সহায়তায় দেশে স্কুল, কলেজগুলিতে তামাক ও মাদক মুক্ত নিরাপদ-স্বাস্থ্যকর পরিবেশ গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Bandhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219, (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

ইউনূস-ওয়াকার সঙ্ঘাতে সেনাপ্রধানের পাশে দাঁড়াল খালেদার দল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

ঢাকা: দেশে জাতীয় নির্বাচন থেকে শুরু করে মানবিক করিডর নিয়ে বেনজির সঙ্ঘাতে জড়িয়ে পড়েছেন তদারকি সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মোল্লা মুহাম্মদ ইউনূস ও সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার উজ জামান। পাকিস্তানপন্থী ও মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী জামায়াত ইসলামী-জাতীয় নাগরিক পার্টি-খেলাফত মজলিশ-আমার বাংলাদেশ পার্টি সরাসরিই ইউনূসের পক্ষ নিয়েছে।গত বুধবার সেনাপ্রধান ওয়াকার-উজ জামান দেশের জাতীয় নির্বাচন নিয়ে যে সময়সীমা বেঁধে দিয়েছেন তা নিয়ে বিএনপির প্রতিক্রিয়া জানতে চাওয়া হলে সালাহউদ্দিন বলেন, 'সেনাপ্রধান তার অফিসারদের সামনে দরবারে যে বক্তব্য দিয়েছেন, তাদের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন, সেটা আমরা পত্রিকায় দেখেছি। সবচেয়ে মজার বিষয় হল, সেনাবাহিনী গণতন্ত্র উত্তরণের জন্য বারবার তাগাদা দিচ্ছে, আর আমরা বেসামরিক নাগরিকরা তাতে মনোযোগ দিচ্ছি না। সেনাপ্রধান ওনার বক্তব্যে এমন কিছু বলেননি, যা ওঁর এক্তিয়ারে পড়ে না।'চুপ করে বসে নেই দেশের সর্ববৃহত্তম দল তথা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা বিএনপিও। ইউনূস-ওয়াকার সঙ্ঘাতে সরাসরি সেনাপ্রধানের পাশেই দাঁড়িয়েছে প্রাক্তন শাসক দলটি। শুক্রবার (২৩ মে) দলের তরফে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ইউনূস ইস্তফা দিলে দেশের কোনও ক্ষতি হবে না।। বরং বিকল্প কাউকে নেতা হিসাবে বেছে নিয়ে দেশ এগিয়ে যাবে। যদিও সেই বিকল্প নেতা সেনাপ্রধান হবেন কিনা, তা খোলসা করে জানায়নি খালেদার দল।

সেন্ট মার্টিন বিদেশিদের (পড়ুন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) কাছে বিক্রি করে দেওয়ার ষড়যন্ত্র ভেস্তে যাওয়ায় ইউনূস তদারকি সরকারের প্রধান উপদেষ্টার পদ থেকে ইস্তফা দেবেন কিনা, তা নিয়ে জল্পনা যখন তুঙ্গে ঠিক তখনই বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন বিএনপির শীর্ষ নেতা সালাহউদ্দিন আহমেদ। এক সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি রাখঢাক না রেখে বলেছেন, 'বিএনপি কখনই চায় না প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস পদত্যাগ করুন। বরং আমরা বার বার বলেছি, অবিলম্বে দেশে একটি নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা তুলে দিতে নির্বাচনী রোডম্যাপ ঘোষণা করা হোক। কিন্তু সেদিকে না যেয়ে সংস্কারের কথা বলে সময় নষ্ট করা হচ্ছে। বিদেশি নাগরিককে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা পদে বসিয়ে দেশের সার্বভৌমত্ব ধ্বংস করার পরিকল্পনা হচ্ছে। যদি মুহাম্মদ ইউনূস আবেগের বশবর্তী হয়ে পদত্যাগ করতে চান, তাহলে করতে পারেন। কোনও ক্ষতি হবে না। জাতি নতুন বিকল্প বেছে নেবে। ইউনূসের পদত্যাগে কোনও শূন্যতা তৈরি হবে না। বিএনপি চায় ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের রোডম্যাপ।'

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর কুর্সিতে বসার শখ যে ইউনূসের দীর্ঘদিনের পরোক্ষে সেই প্রসঙ্গ তুলে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ বলেন, ' বিষয়টা বিস্তারিত বলতে চাই না। কারণ তিনি ইতিপূর্বে একবার একটি রাজনৈতিক দল গঠনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন ১/১১-এর সরকারের সময়। কিছুদিন পরই উনি ওখান থেকে সরে এসেছেন। আমি জানি না একই প্রবণতা ওনার মধ্যে কাজ করে কিনা। কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনার বিষয়, এখানে আবেগের কোনও স্থান নেই।' ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ প্রকাশ না করলে তদারকি সরকারকে বিএনপি সহযোগিতা করবে কিনা জানতে চাওয়া হলে সালাহউদ্দিন বলেন, 'সরকারকে সহযোগিতা অব্যাহত রাখব কিনা সেটা আমরা পুনর্বিবেচনা করব। আমাদের পক্ষে সহযোগিতা অব্যাহত রাখা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। এই কথা আমরা আগে বলেছি, এখনও বলছি।'

(৫ পাতার পর)

আইনজীবীকেই জেলে পাঠালেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি,

অন্যদিকে এই ঘটনার তথ্যপ্রমাণ হাতে পেয়ে গতকাল কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি কৌশিক চন্দ সরাসরি আইনজীবী অরুনাংশু চক্রবর্তীকে শেরিফের মাধ্যমে গ্রেফতার করে জেলে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন। তারপরই রাতে আইনজীবীকে প্রেসিডেন্সি জেলে পাঠানো হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। কদিন আগে কলকাতা হাইকোর্টের অন্তত দুটি বেঞ্চ পৃথক পৃথক মামলায় ওই আইনজীবীর আচরণের সমালোচনা করে তাঁকে সতর্ক করে দিয়েছিল। কিন্তু তারপরও তিনি নিজেকে পরিবর্তন করেননি। বরং একই আচরণ করে যান বলে অভিযোগ।

ভয়ংকর খিদে যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজায়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

ভয়ংকর খিদে যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজায়। তীব্র সমালোচনার মুখে সম্প্রতি সেখানে ত্রাণ পাঠানোর অনুমতি দিয়েছে ইজরায়েল। ত্রাণ বোঝাই ট্রাক লুটের আশঙ্কায় মোতায়েন করা হয়েছে গাজার স্বশাসিত নিরাপত্তারক্ষীদের। তাঁদের উপরেই এবার হামলা চালানোর অভিযোগ উঠল ইজরায়েলের সেনার বিরুদ্ধে।

উল্লেখ্য, রাষ্ট্রপুঞ্জের ত্রাণ বণ্টনের মধ্যেও শুক্রবার দিনভর গাজায় হামলা চালায় সেনা। যার জেরে গত ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যু হয় ৭৬ জনের। এক রিপোর্টে তুলে ধরা হয়েছে গাজার সাম্প্রতিক করুণ প্রতিচ্ছবি। দাবি করা হয়েছে, গাজার ২০ লক্ষ বাসিন্দার মধ্যে বেশিরভাগই ভয়ংকর অপুষ্টির শিকার। ত্রাণ না পৌঁছলে মাত্র ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সেখানে ১৪ হাজার শিশুর মৃত্যুর আশঙ্কা প্রকাশ করেছে রাষ্ট্রসংঘ। এর পরই গাজার ত্রাণ পাঠানোর অনুমতি দেয় ইজরায়েল। যদিও উত্তর গাজায় ত্রাণ পাঠানোর অনুমতি দেওয়া হয়নি ইজরায়েলের তরফে। কারণ ওই অঞ্চলে গাজার বাসিন্দাদের উচ্ছেদের কাজ শুরু হয়েছে।

সেনার গুলিতে মৃত্যু হয়েছে ৬ জনের। এরা সকলেই স্থানীয় নাগরিক বলে জানা যাচ্ছে।

জানা গিয়েছে, গত শুক্রবার এই হামলা চালানো হয় ইজরায়েলের সেনার তরফে। মধ্য গাজার দের আল বালা অঞ্চলে। ইজরায়েল সেনার দাবি, যাঁদের হত্যা করা হয়েছে তাদের হাতে অস্ত্র ছিল। এদের কয়েকজন হামাসের সদস্য। ত্রাণের ট্রাকের আশেপাশে ওই সন্দেহভাজনদের ঘুরতে দেখেই হামলা চালানো হয়। খাদ্য, পানীয় জল এবং ওষুধ ও চিকিৎসা সরঞ্জাম বোঝাই ওই ট্রাক লুট করার ষড়যন্ত্র ছিল আততায়ীদের।

গত আড়াই মাস ধরে গাজা অবরুদ্ধ করে অভিযান চালাচ্ছিল ইহুদি সেনা। গুরুতর এই পরিস্থিতিতে বিশ্বের চাপের মুখে পড়ে গাজায় ত্রাণ পাঠানোর অনুমতি দিয়েছেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। সেইমতো সেখানে ১০০টি ট্রাক ঢুকেছে। তবে দুর্ভিক্ষপীড়িত গাজায় ত্রাণ পাঠাতে গিয়ে রীতিমতো সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে সাহায্যকারী সংগঠনগুলিকে। বুভুক্ষের দলের ভিড়ে তৈরি হয়েছে ট্রাক লুটের মতো পরিস্থিতি। গুরুতর অবস্থায় ট্রাকের নিরাপত্তার জন্য সশস্ত্র রক্ষী মোতায়েন করা হয়েছে গাজার স্বশাসিত কর্তৃপক্ষের তরফে। সেখানেই এবার হামলা চালানোর অভিযোগ উঠল ইজরায়েলের সেনার বিরুদ্ধে।

সিনেমার খবর

ভালোবাসার মানুষকে হারিয়ে এখনও কাঁদেন প্রীতি জিনতা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

বলিউড অভিনেত্রী প্রীতি জিনতা মনে করিয়ে দিলেন কাছের মানুষকে হারানোর বেদনা বছরের পর বছর থেকে যায় প্রিয়জনের মনে। মঙ্গলবার (১৩ মে) অভিনেত্রী পুরোনো স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে 'কাল হো না হো' ছবিটির ক্লাইম্যাক্স দৃশ্যের শুটিংয়ের সময় যে মানসিক চাপের মধ্যে ছিলেন, সেই বেদনার কথা শেয়ার করেছেন।

এক্স (টুইটার)-এ একটি প্রশ্নোত্তর পর্বে, এক অনুরাগী প্রীতিকে লেখেন, ম্যাম, আমি যখনই 'কাল হো না হো' দেখি, বাচ্চাদের মতো কাঁদি। আপনি নয়নার চরিত্রটিকে অনবদ্যভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। একটা শিক্ষাও পেয়েছি যে ভালোবাসা মানে কখনও কখনও ছেড়ে দেওয়ায়। শুটিংয়ের ২০ বছর পর যখন আপনি 'কাল হো না হো' দেখেন, আপনিও কি আমাদের মতো কাঁদেন?

উত্তরে প্রীতি জানান, প্রথম ভালোবাসার মানুষকে একটি গাড়ি দুর্ঘটনায় হারিয়েছিলেন। যার কথা মনে করে এখনও কাঁদেন তিনি।

এরপরই অভিনেত্রী বলেন, 'হ্যাঁ, আমি যখন সেই দৃশ্যটি দেখি তখন কাঁদি, আর যখন আমরা দৃশ্যটির শুটিং করছিলাম তখনও কেঁদেছিলাম!'

প্রীতি বলেন, 'আমার প্রথম ভালোবাসার মানুষ একটি গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছিলেন, তাই এই সিনেমাটা আমার কাছে সবসময় অন্যরকম অনুভূতি নিয়ে আসে। একটা মজার তথ্য দিই- বেশিরভাগ দৃশ্যে সব অভিনেতা-অভিনেত্রী স্বাভাবিকভাবেই কেঁদেছিলেন এবং আমনের মৃত্যুর দৃশ্যে ক্যামেরার সামনে ও পেছনে সবাই কাঁদছিল!'

এই ভালোবাসার মানুষটি অন্য কেউ নন। প্রীতির বাবা দুর্গানন্দ জিনতা। এক গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছিলেন তিনি।

প্রসঙ্গত, বাবার মৃত্যুর সময় প্রীতির বয়স ছিল মাত্র ১৩ বছর। তার বাবা ভারতীয় সেনাবাহিনীতে একজন অফিসার ছিলেন।

দেশের উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে শান্তির বার্তা ছড়াতে আলিয়ার বিশেষ উদ্যোগ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ভারত-পাকিস্তান সংঘাতের আবহে যখন প্রতিবেশীর নিন্দায় সমস্বরে গর্জন ছেড়েছেন বলিউড তারকারা, তখন আলিয়া ভাট মনে করিয়ে দিয়েছেন, 'প্রতিটি বীরসন্তানের উর্দির নেপথ্যে একজন রাত জাগা মা রয়েছেন।'

সেসব লৌহমানবীদের কথা ভেবে অভিনেত্রী নিজেও দু'চোখের পাতা এক করতে পারছেন না। ভারতীয় গণমাধ্যম সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল সূত্রে জানা গেছে, উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে শান্তির বার্তা ছড়িয়ে দিতে রত্নগর্ভাদের জন্য হাতে কলম তুলে নিয়েছেন আলিয়া।

দীর্ঘ ইনস্টাগ্রাম পোস্টে তিনি লিখেছেন, 'গত কয়েক রাত ধরে একটা ভিন্ন অনুভূতি হচ্ছে। বাতাস এক ধরনের নীরবতা বিরাজ করছে। রুদ্ধশ্বাস পুরো দেশ এবং গত কয়েকদিন ধরে আমরা সেই নীরবতা অনুভব করে চলেছি। একটা চাপা উদ্বেগ কাজ করছে। প্রতিটি খবরের প্রতিটি কথা, এমনকি রাতে খাবারের টেবিলে পর্যন্ত নিস্তব্ধতা, উৎকণ্ঠা বিরাজ করছে।'

সেই পোস্টেই দেশের অতন্দ্র প্রহরী সেনা জওয়ানের বীরত্বকে কুর্নিশ জানিয়ে আলিয়ার সংযোজন, 'কোথাও বিপদসঙ্কুল পাহাড়ের ঢালে, কোথাও নিকষ অন্ধকারে আমাদের সেনারা বিনিদ্র রজনী কাটাচ্ছে। সর্বদা সজাগ থাকছে। সিংহভাগ দেশবাসী যখন গৃহবন্দি, তখন আমাদের দেশের নারী-পুরুষরা (জওয়ান) অন্ধকারে দাঁড়িয়ে নিজেদের জীবন বাজি রেখে ঘুম বিসর্জন দিচ্ছেন, শুধু আমরা যেন শান্তিতে ঘুমোতে পারি, সেজন্য। এটা শুধু সাহসিকতার প্রতীক নয়, এটা ওঁদের আত্মত্যাগ। আর এ প্রতিটি সেনা জওয়ানের উর্দির নেপথ্যে একজন মা রয়েছেন, যিনি বিনিদ্র রজনী কাটাচ্ছেন। সেই মা যিনি জানেন যে, তাঁর বীর সন্তানেরা ঘুমপাড়ানি গান ছাড়িয়ে প্রতিটি মুহূর্তে অনিশ্চয়তার মুখোমুখি হচ্ছে। এমন এক উত্তেজনার রাত, যে নীরবতা যে কোনো মুহূর্তে ভেঙে যেতে পারে।'

পোস্টে আলিয়া আরও জানিয়েছেন, রোববার তিনি যখন মাতৃদিবস পালন করছিলেন তখন দেশের সেসব বীর সন্তানদের মায়ের কথা ভেবে তাঁর মন কেঁদে উঠেছিল।

আলিয়া লিখেছেন, 'মাতৃ দিবসে ফুল বিতরণ এবং আলিঙ্গন করার সময়ে মনে পড়ল সেসব রত্নগর্ভাদের কথা, যাদের মেরুদণ্ড ইস্পাতসম। সেই লৌহমানবীদের কথা, যারা এই বীর সেনাদের পরম যত্নে বড় করেছেন। যারা এ সংঘাতে প্রাণ হারিয়েছেন তাদের জন্য গভীরভাবে শোকাহত। ওরা তো আর কোনোদিন বাড়ি ফিরবে না। ওদের নাম এখন দেশের আত্মার সঙ্গে খোদাই করা হয়ে গেছে। পুরো দেশ কৃতজ্ঞ তাদের পরিবারের প্রতি।'

পোস্টের এ লেখায় আলিয়া সমাপ্তি টেনেছেন সেই সমস্ত জওয়ানদের মা-বাবার জন্য প্রার্থনা জানিয়ে।

'ডন-৩'
রণবীরের বিপরীতে বিক্রান্ত, শুটিংয়ে তারিখ জানালেন নির্মাতা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

শাহরুখ খানের আলোচিত সিনেমা 'ডন'-এর সর্বশেষ সিকুয়েলে (ডন-৩) প্রধান চরিত্রে এবার দেখা যাবে রণবীর সিংকে। 'ডন' চরিত্রে শাহরুখ খানের পর রণবীরকে নিয়ে দর্শকমহলে আগ্রহ এখন বেশ তুঙ্গে।

সিনেমার ঘোষণা আসার পর নানা কারণে পিছিয়ে যাচ্ছিল শুটিংয়ের তারিখ। এবার শুটিং শুরুর কথা জানালেন নির্মাতা ফারহান আখতার। নির্মাতা জানান, বহুল আলোচিত অ্যাকশন থ্রিলার 'ডন-৩' সিনেমার শুটিং শুরু হচ্ছে আগামী সেপ্টেম্বর মাসে। এরই মধ্যে 'ডন-৩'-এর সব প্রস্তুতি শেষ করেছেন তিনি।

বলিউড বাবলের খবরে বলা হয়েছে, ফারহান আখতার বর্তমানে তার পরিচালিত সিনেমা '১২০ বাহাদুর' প্রায় শেষ করে এনেছেন। অন্যদিকে রণবীর সিংয়েরও চলমান প্রজেক্ট 'ধুরন্ধর'-এর শুটিং প্রায় শেষের পথে। ফলে দুই তারকাই এখন প্রস্তুত নতুন মিশনের জন্য।

একটি ঘনিষ্ঠ সূত্রের বরাত দিয়ে বলিউড বাবলের খবরে বলা হয়েছে, 'প্রথম শিডিউল সেপ্টেম্বরের জন্য নির্ধারিত হয়েছে। রণবীর সিং ও বিক্রান্ত ম্যাসি-দুজনেই এতে অংশ নেবেন। বিক্রান্ত এখানে ভিলেন চরিত্রে থাকছেন এবং তাকে একেবারে নতুন এক রূপে দেখা যাবে, যা তার ভক্তদের চমকে দেবে।"

তবে এখনো নিশ্চিত নয়, নারী মুখ্য চরিত্র এই শিডিউলে যুক্ত হবেন কিনা। নায়িকা চরিত্রে শারভারি ওয়াঘ বা কৃতি স্যাননের নাম শোনা যাচ্ছে। তবে চূড়ান্ত ঘোষণা এখনও আসেনি।

সিনেমাটির ঘোণার পরপরই দর্শকরা ধরেই নিয়েছেন থ্রিলার এবং ভারপুর অ্যাকশনে জমজমাট হয়ে উঠবে 'ডন-৩'।

ভারতের নতুন টেস্ট অধিনায়ক শুবমান গিল

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ভারতের টেস্ট ফরম্যাটে নতুন অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পেলেন শুবমান গিল। শনিবার ইংল্যান্ড সফরের জন্য ঘোষিত ১৮ সদস্যের দলে গিলের অধিনায়কত্বের খবর জানায় ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। দলের সহ-অধিনায়ক করা হয়েছে ঋষভ পন্তকে।

ইংল্যান্ডের মাটিতে পাঁচ ম্যাচের দীর্ঘ টেস্ট সিরিজটি শুরু হবে জুন মাসে।

২৫ বছর ২৫৮ দিন বয়সে ভারতের টেস্ট অধিনায়ক হওয়ার গৌরব অর্জন করলেন গিল। বয়সের হিসাবে তিনি ভারতের পঞ্চম সর্বকনিষ্ঠ টেস্ট অধিনায়ক। তার চেয়ে কম বয়সে ভারতের টেস্ট দলের নেতৃত্বে ছিলেন কেবল মনসুর আলি খান পতৌদি (২১ বছর), শচীন টেন্ডুলকার (২৩), কপিল দেব (২৪) ও রবি শাস্ত্রী (২৫ বছর ২২৯ দিন)।

যদিও লাল বলের ক্রিকেটে অধিনায়ক হিসেবে অভিজ্ঞতা খুব বেশি নেই গিলের। এখন পর্যন্ত মাত্র পাঁচটি ফার্স্ট ক্লাস ম্যাচে অধিনায়কত্ব করেছেন, যার একটি ছিল রঞ্জি ট্রফিতে। তবে আইপিএলে গুজরাট টাইটান্সের অধিনায়ক হিসেবে দ্বিতীয় মৌসুমেই দলকে প্লে-অফে তুলেছেন তিনি। তরুণ এই ব্যাটারের নেতৃত্বগুণে আস্থা রাখছে বোর্ড ও টিম ম্যানেজমেন্ট।

ভারতের টেস্ট স্কোয়াড

শুবমান গিল (অধিনায়ক), ঋষভ পন্ত (সহ-অধিনায়ক, উইকেটকিপার), যশস্বী জয়সওয়াল, লোকেশ রাহুল, সাই সুদর্শন, অভিমন্যু ঈশ্বরন, করুণ নায়ার, নীতিশ কুমার রেড্ডি, রবীন্দ্র জাদেজা, ধ্রুব জুরেল (উইকেটকিপার), ওয়াশিংটন সুন্দর, শার্দুল ঠাকুর, মোহাম্মদ সিরাজ, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণা, আকাশ দীপ, আর্শদীপ সিং, কুলদীপ যাদব ও জসপ্রিত বুমরা।

গাভাস্কারের অনুরোধে আইপিএলের বাকি অংশে থাকছে না চিয়ার লিডার!

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

কাশ্মীরের পেহেলগামের সন্ত্রাসী হামলায় ২৬ জন নিহত হওয়ার পর, ভারতজুড়ে চলছে শোকের আবহ। এমন সময় ফের শুরু হচ্ছে আইপিএল। এই সংবেদনশীল পরিস্থিতিতে অতিরিক্ত বিনোদন বাদ দিয়ে শুধু খেলার ওপরই গুরুত্ব দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন ভারতের কিংবদন্তি ক্রিকেটার সুনীল গাভাস্কার।

গাভাস্কারের অনুরোধকে সম্মান জানিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) সিদ্ধান্ত নিয়েছে, চলতি আইপিএলের বাকি ম্যাচগুলোতে হয়তো থাকছে না চিয়ার লিডার ও ডিজে পারফরম্যান্স।

'ইন্ডিয়া টুডে'কে দেওয়া বোর্ডের এক সূত্র জানিয়েছে, লিগ ও প্লে-অফ মিলিয়ে বাকি ১৭টি ম্যাচে চিয়ার লিডার ও ডিজে বাদ দেওয়া হতে পারে। তবে ফাইনালে বিনোদনের কিছু উপাদান থাকতে পারে। আপাতত, শান্তিপূর্ণভাবে টুর্নামেন্ট শেষ করাই বোর্ডের মূল লক্ষ্য।

এর আগে গাভাস্কার বলেন, 'অনেক পরিবার তাদের প্রিয়জনকে হারিয়েছে। এমন সময়ে মাঠে শুধু খেলা হোক। মাঝখানে ডিজে বা চিয়ার লিডার প্রয়োজন নেই। এটি তাঁদের প্রতি সম্মান জানানো হবে যারা জীবন দিয়েছেন।'

বোর্ড এখনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা না করলেও, পরিস্থিতি বিবেচনায় গাওস্করের আবেগঘন আহ্বান মেনে আইপিএল থেকে বাদ পড়তে চলেছে অতিরিক্ত বিনোদনের আয়োজন।

আইপিএল থেকে সরে দাঁড়ালেন মইন আলি

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

কলকাতা নাইট রাইডার্সের (কেকেআর) জন্য বড় ধাক্কা এসেছে, কারণ ইংল্যান্ডের অলরাউন্ডার মইন আলি আইপিএল ২০২৫-এর বাকি অংশ থেকে নাম প্রত্যাহার করেছেন। ব্যক্তিগত কারণে তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, যা কেকেআর-এর পরিকল্পনায় বড় প্রভাব ফেলবে।

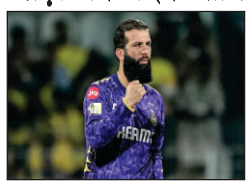

২০২৫ মৌসুমে কেকেআর-এর হয়ে ৬টি ম্যাচে অংশ নিয়ে ব্যাটিং ও বোলিং উভয় বিভাগেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। বিশেষ করে, রাজস্থান রয়্যালসের বিপক্ষে ২ উইকেট নিয়ে দলের জয়ে অবদান রাখেন।

মইন আলির এই হঠাৎ সিদ্ধান্ত কেকেআর-এর জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দলের বিদেশি খেলোয়াড়দের মধ্যে রোভম্যান পাওয়েলও এখনও দলের সঙ্গে যোগ দেননি, যা আরও একটি উদ্বেগের বিষয়। তবে, পাওয়েল মাত্র ২টি ম্যাচ খেলেছেন, তাই তার অনুপস্থিতি অতটা প্রভাব ফেলবে না।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali,P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329 and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR